—: মহাকাব্যের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য :—

যে পদ্যাত্মক কাব্য সর্গনামক পরিচ্ছেদে বিভক্ত, তাকেই মহাকাব্য বলা হয়। পদ্যাত্মক কাব্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল মহাকাব্য, তার লক্ষণ এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমত — 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যং' — মহাকাব্যের পদ্য বা শ্লোকগুলি সর্গ নামক অধ্যায়ে বদ্ধ বা ~~যুক্ত হয়ে থাকবে~~ বিভক্ত থাকবে। সর্গ শব্দের অর্থ হল সৃষ্টি, যেকাব্য সর্গনামক অধ্যায় দ্বারা বদ্ধ বা যুক্ত হয়ে সৃষ্ট হয় তাই হল সর্গবন্ধ। শুধু সর্গবন্ধ কিন্তু শ্লোক হলেই চলবে না, তার মধ্যে অবশ্যই রস থাকতে হবে, কারণ কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভরকারী রসের উপর। দ্বিতীয় লক্ষণ হিসাবে — 'তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ, সদ্বংশ ক্ষত্রিয়ো ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥ একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।' অর্থাৎ ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত একজন দেব বা দেবতুল্য ব্যক্তি মহাকাব্যের নায়ক হবেন, সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় অধ্যায় ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — 'অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ। ক্ষমাবান নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ॥' যেমন রামায়ণ মহাকাব্যে যেমন রঘুবংশাদিতে দিলীপ থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি নায়ক রয়েছেন, এই কারণেই বলা হয়েছে "বহবোঽপি বা", একজনও নায়ক হতে পারেন মহাকাব্যের উদাহরণ শিশুপালবধ, যেখানে দেবতা শ্রীকৃষ্ণ নায়ক, ধীরোদাত্ত গুণ বহু মহৎ জন স্বশ্রেণি ব্যক্তিও মহাকাব্যের নায়ক হতে পারেন, যেমন কিরাতার্জুনীয়ম্ এর নায়ক হলেন ক্ষত্রিয় অর্জুন, ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত বহু ক্ষত্রিয় নায়ক রয়েছেন রামায়ণ মহাকাব্য হল কালিদাসের রঘুবংশ। তৃতীয় লক্ষণটি হল — 'শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।' — মহাকাব্যে একটি অঙ্গী বা প্রধান রস থাকে, যেমন শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত এর। শান্তাদি রসের বহুবচনের দ্বারা করুণরস ও যে মহাকাব্যের রসতে পারে তা বোঝানো হল, করুণরসকে মহাকাব্যের অঙ্গীরসের মধ্যে গণ্য না করলে করুণরসাশ্রিত মহাকাব্য রামায়ণে মহাকাব্য লক্ষণের ব্যাপ্তি হবে। শৃঙ্গার রসাশ্রিত মহাকাব্যের উদাহরণ নৈষধচরিত, বীররসাশ্রিত মহাকাব্য শিশুপালবধ এবং শান্তরসাশ্রিত মহাকাব্য মহাভারত।

Scanned with CamScanner

অন্য বস্তু রচনা মহাকাব্য আটরূপ বা অষ্টাঙ্গীন রূপে পারে, নাটকে যেমন মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ এবং উপসংহৃতি নামক পঞ্চসন্ধি থাকে তেমনি মহাকাব্যেও কবি বর্ণনাকুশলতা করে, এই লক্ষ্যেই বলা হয়েছে — 'সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ', এটি মহাকাব্যের জন্য আরও প্রযোজ্য। নাটকের পঞ্চম লক্ষণ 'বিমর্শ' বলা হতে পারে — 'ইতিবৃত্তাদুরে বৃত্তমন্যদ্বা সন্ধিলক্ষণম্', অর্থাৎ ইতিহাস সম্পর্কিত কোন ঘটনা বা সন্ধিলক্ষণযুক্ত প্রসিদ্ধ কোন উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে মহাকাব্য রচিত হবে। মহাকাব্যের ষষ্ঠ লক্ষণটি হল — 'চতুর্বর্গফলযোগঃ সুখোদর্কস্তু কলং কৃতঃ', অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কোনটি বর্ণনাই মহাকাব্য আকার বটে, তবে এদের যেকোন একটিকে মহাকাব্যের মুখ্যপ্রয়োজন হিসাবে দেখানো হবে, এদের দুটি বা তিনটিকে একসাথে মহাকাব্যের মুখ্য প্রয়োজন হিসাবে দেখানো চলবে না। মহাকাব্যের প্রারম্ভেই আছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার, আশীর্বাদ অথবা বস্তুনির্দেশ। রঘুবংশ আরম্ভ হয়েছে জগতের পিতামাতা পার্বতী ও পরমেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে। আশীর্বাদের দ্বারা আরম্ভ হয়েছে কুমারসম্ভব এবং বস্তুনির্দেশের দ্বারা কুমারসম্ভব, কিন্তু পাশাপাশি ইত্যাদি মহাকাব্যের সূচনা হয়েছে। এই লক্ষ্যেই বলা হয়েছে — 'আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দেশো বা', মহাকাব্যে বর্ণনীয় বিষয় 'বৃত্তোৎপত্তিরথো বাপি নায়কস্য গুণকীর্তনম্'। কখনো কখনো মহাকাব্য দুষ্টব্যক্তিদের নিন্দা বা সৎব্যক্তির গুণকীর্তন ও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সবের দ্বারা বোঝায় না এগুলি মহাকাব্যের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়, পূর্বোক্ত নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি মহাকাব্যকে উজ্জ্বল করে তোলে মাত্র। কিন্তু না থাকলে মহাকাব্যত্ব হানি হয় না। মহাকাব্যের নবম লক্ষণটি হল — 'নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা সর্গাশ্চাষ্টাধিকা ইহ'। মহাকাব্যের সর্গ বা অধ্যায়গুলি আকারে খুব বড়ও হবে না, ছোটও হবে না, সর্গের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক যেন আনন্দ অনুভব করতে পারে।

2

Scanned with CamScanner

মহাকাব্যের অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হল – লম্বিতকায় নাতিদীর্ঘ সর্গ অবতারণা করা। অবশ্য মহাকাব্যের সর্গগুলি আনুমানিক সমান হয় না, অনেক সর্গ দু একটি শ্লোক স্বল্পও রচিত হতে পারে, আবার কোনো কোনো সর্গ শতাধিক শ্লোক সমন্বিত হতে পারে। মহাকাব্যের সর্গসংখ্যা সাধারণত ৮ থেকে ৩০ হয়, কিন্তু কোনো কোনো মহাকাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম মেনে চলেন নি, যেমন কোনো কোনো মহাকাব্যের সর্গ সংখ্যা ৩০ এর বেশী সর্গ আবার ৮ এর কমও হয়েছে। মহাকাব্যের অপর বৈশিষ্ট্য টি হল – 'নানারূপ ছন্দ: ক্বাপি সর্গ: কশ্চন দৃশ্যতে'। বিশ্বনাথ পূর্বেই বলেছেন যে মহাকাব্যের এক একটি সর্গ একরকম ছন্দে রচিত হবে এবং পরের দিকের কয়েকটি শ্লোক ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ থাকবে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত মহাকাব্যগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি সর্গ বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন কবিরা। যেমন কিরাতার্জুনীয়ম্ এর পঞ্চদশ সর্গ বা শিশুপালবধের ষষ্ঠ সর্গ ইত্যাদি। এই প্রকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবার জন্য বিশ্বনাথ বলেন একটি সর্গ নানারূপ ছন্দ হতে পারে। আবার অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হল – "সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়া:। সূচনং ভবেৎ"। অর্থাৎ মহাকাব্যের একেকটি সর্গ একেকটি বিষয় নিয়ে গড়ে উঠলেও পরে শ্লোক সমন্বয়ের সাহায্যে আগামী সর্গের বিষয়বস্তু সূচনা থাকবে, মহাকাব্য সমাপ্ত, সূর্য ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা থাকবে, সূর্যাস্ত অন্ধকার রাত্রি প্রভাত ঋতু ইত্যাদি অবশ্যই থাকবে কিন্তু সুন্দরভাবে এগুলি সংক্ষেপে বিভিন্ন সর্গাদির বর্ণনা থাকতে হবে, নায়ক নায়িকার মিলন ঘটে কুমারসম্ভবে হরপার্বতীর মিলন ঘটে, আবার বিরহের জন্য মনে মনে পার্বতীর কামপীড়া অবশ্য তারই নামান্তর, এখানে যেমন বর্ণনার কথা বলা হয়েছে তা মহাকাব্যের সর্গগুলি হবে এমন কোন কথা নেই। কবির সুবিধামত বিষয়বস্তুর বর্ণনা করতে পারেন। মহাকাব্যের নামকরণ কবির নামানুসারে হতে পারে, বর্ণনীয় বিষয়ের নামানুসারে হতে পারে॥

Scanned with CamScanner